এই পৃথিবীতে পরার্থে যদি প্রাণ ব্যয় করে
তবে সে স্বর্গে যায়। স্বামী অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ
ভাণ্ডার বল সুহৃদ এই সকল রাজ্যের অঙ্গ।
মহারাজ আপনি স্বামী সর্ব্বদা রক্ষা কর্ত্তব্য।
স্বামী ত্যাগ করিয়া ভৃত্যের বাঁচন বৃথা যদি
আয়ু শেষ হইয়া থাকে তবে ধন্বন্তরি বৈদ্যেও
কিছু করিতে পারে না। তারপর কুক্কুট
আসিয়া নখাঘাতে রাজহংসের শরীর জর্জর
করিল তদনন্তর সারস শীঘ্র আসিয়া রাজাকে
জলে প্রবেশ করিয়া দিল। তাহারপর নখা
ঘাতে কুক্কুটের শরীর জর্জর করিয়া ও তাহার
অনেক সেনা বধ করিল। পশ্চাৎ সারসকে
কুক্কুট চঞ্চুপ্রহারে হনন করিল। তখন চিত্রবর্ণ
বনে প্রবেশ করিয়া যত বনস্থ দ্রব্য লুট করিল
ও বহু জয় শব্দ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল।
ইহারপর রাজপুত্রেরা কহিতেছেন রাজ সৈন্যের
মধ্যে কেবল সারস পুণ্যবান যে আপন প্রাণ

ত্যাগ করিয়া স্বামীকে রক্ষা করিল ইহা কহিয়া
ছেন গাবর সন্তান সকলি গাবর ন্যায় হয় কিন্তু
কচিৎ শ্রেষ্ঠ হয়। সেই বিদ্যাধরী পরিজনের
সহিত স্বর্গ সুখ পায়। তাহা কহিয়াছেন
যে শূর যুদ্ধে স্বামীর কারন প্রান ত্যাগ করে
আর স্বামী ভক্ত কৃতজ্ঞ সেই স্বর্গগামী শত্রু
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যেখানে সেখানে
মরিলেও স্বর্গ পায় ক্লৈব্য বিনা অপর এখন
হওক হস্তী অশ্ব পদাতি আর নীতি মন্ত্রনা এই
কর্তৃক তোমারদের ও আমারদের শত্রুরা
পরাজয় হইয়া পর্ব্বত গহ্বরে বাস করুক এই
হিত উপদেশে বিগ্রহ নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সমাপ্ত হইল।———

পুনর্ব্বার কথারম্ভ কালে রাজপুত্রেরা কহি
তেছেন। শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ শুনিলাম এখন

সন্ধান কহিতে আজ্ঞা হওক। বিষ্ণুশর্ম্মা কহি তেছেন শুন সন্ধান কহি যাহার এই আদ্য শ্লোক মহত যুদ্ধ নিবর্ত্ত হইলে পরস্পর রাজার মন্ত্রী গৃধ্র চক্রবাকের দ্বারায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রেরা কহিতেছেন এ কি বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতে লাগিলেন।———

তারপর সেই খানে রাজহংস কহিছেচে কেতা আমারদের বনে আগুন দিল বুঝি এই বন বাসী কোন পাখী বিপক্ষতা করিয়া দিয়াছে। চক্রবাক কহিতেছেন মহারাজ আপনকার নিস্কারন বন্ধু সেই মেঘবর্ণকে সপরিবারে দেখিতেছি না সেই ইহার চেষ্টিত ছিল। রাজা ক্ষন কাল চিন্তিয়া কহিতেছেন হবে কিন্তু দৈবের ইচ্ছা এই অপরাধি তাহার নয়ও মন্ত্রীর নহে। সুঘটিত যে কার্য্য তাহাও দৈব যোগে নষ্ট হয় অতএব এ সকল ঈশ্বরের

ইচ্ছা যা হবার তাহা হইয়াছে। মন্ত্রী কহিতেছে এমন ওক্ত আছে মনুষ্য বিষম দশা পাইয়া ঈশ্বরের নিন্দা করে। আপনার কর্ম্ম দোষ যে না জানে সে অতি মূর্খ। অপর যে সুহৃদের হিত বাক্য না মানে সে কূর্ম্মের ন্যায় দুর্বুদ্ধি কাষ্ঠ হইতে পড়িয়া মরে। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। মন্ত্রী কহিতেছেন।—

মগধ দেশে ফুল্লোতপল নামে এক সরোবর আছে সেই খানে দুই হংস ও তাহার মিত্র কূর্ম্ম চিরকাল বাস করেন। তারপর সেই খানে ধীবরেরা আসিয়া কহিতেছে আমরা এই খানে আসিয়া মৎস্য কূর্ম্মাদি ধরিয়া লব। তাহা শুনিয়া কূর্ম্ম হংসেরদিগকে কহিতেছেন বন্ধুরা হে ধীবরের কথা শুনিলা এখন আমার কি কর্ত্তব্য। হংসেরা কহিতেছে শুনিলাম প্রভাতে যাহা ওচিত হয় তাহা করা

যাবেক। ও বলিতেছে এমন নহে আমি দুষ্টের আশাদিত হইলাম তাহা কহিয়াছেন অনাগতবিধাতা প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই জন প্রস্থান করিল যেমন ভবিষ্যত মরিলেন। হংসেরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। কূর্ম্ম কহিতেছে।

পূর্ব্ব কালে এই সরোবরে এই প্রকার ধীবর উপস্থিত হইলে তিন মৎস্য বিবেচনা করিলেন সেখানে অনাগতবিধাতা নামে এক মৎস্য তিনি বিবেচনা করিয়া অন্য হ্রদে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি নামেতে ভবিষ্যত মৎস্যকে বলিল কোথায় যাইব দেখি যখন যেমন হয় তখন তেমন করিব। তাহা উক্ত আছে উৎপন্ন আপদ যে সমাধা করে সেই বুদ্ধিমান। যেমন বনিকের ভার্য্যা প্রত্যক্ষ উপপত্তি করিয়া গোপন করিলেন। ভবিষ্যত জিজ্ঞাসা

করিতেছেন এ কি। পুত্তু পদ্মমতি কহি তেছে।

পূর্ব্ব কালে বিক্রম পুরে সমুদ্রদত্ত নামে এক বনিক ছিল তাহার স্ত্রী রত্নপ্রভা নামে কোন সেবকের সহিত সদা ক্রীড়া করে। যেমন প্রিয়ো কেহ নাহি অপ্রিয়ো কেহ নাহি গরু বনে গেলে নিত্য নূতন ঘাশ চাহে। তারপর এক দিন রত্নপ্রভা সেবকের মুখ চুম্বন করি তেছে তাহা সমুদ্রদত্ত দেখিল তদনন্তর সেই লজ্জা স্ত্রী শীঘ্র স্বামীর কাছে গিয়া কহিতেছে নাথ এই সেবক অতি মন্দ কর্ম্ম করে দেখ ও নিত্য চুরি করিয়া কর্পূর খায় তাহার নিমিত্তে আমি ওহারি মুখের ঘ্রান লইলাম। যেমন উক্ত আছে যে স্ত্রীর আহার দ্বিগুন বুদ্ধি তাহার চতুর্গুন। তাহা শুনিয়া সেবক প্রকোপে

কহিতেছে মহাশয় যে মনিবের ঘরে এমন স্ত্রী
সেখানে সেবকে কি প্রকারে থাকিবে যেখানে
গৃহিনী সর্ব্বদা সেবকের মুখের ঘ্রান লয়।
তারপর উঠিয়া চলিয়া গেল। ও স্বামীকে যত্নে
প্রবোধ করিল। এই আমি বলি উৎপন্ন বুদ্ধির
বিষয়। ভবিষ্যত কহিতেছেন যাহা না হবার
তাহা হয় না। যাহা হবার তাহাও
অন্যথা হয়। ইহা ভাবিয়া অরোগী কিনা পার
করে তারপর প্রভাতে উৎপন্নমতি আপনি
মৃত্যুর ন্যায় দেখাইয়া আছেন। জালিয়ারা
আসিয়া দেখিল যে মরিয়াছে অতএব তাল
হইতে অপসর করিয়া রাখিবা মাত্রে যত শক্তি
ছিল লাফ দিয়া গভীর জলে পড়িলেন। তখন
ধীবরেরা ভবিষ্যত কে পাইয়া বধ করিল। এই
আমি বলি অনাগত বিধাতার বিষয়। অতএব
যে প্রকারে আমি অন্য দ্বন্দ পাই তাহা করিতে
হইয়াছে। হংসেরা কহিতেছেন তুমি অল্প

জলাশয় পাইলে স্থল দিয়া কেমনে গমন করিবা যদি অন্য লোকে পায় তবে তোমাকে নষ্ট করিবেক। কূর্ম্ম বলিতেছে আমি তোমার দের করনক যে প্রকারে আকাশ পথে যাইতে পারি তাহা করিতেছি। তাহারা কহিতেছে কি ওপায় করিবা। কচ্ছপ বলিতেছে তোমরা দুই জন এক কাষ্ঠের দুইদিকে ওষ্ঠ দিয়া ধীর আমি তোমারদের দুয়ের বলে তাহা কামড়িয়া যাইতে পারিব। হংসেরা কহিতেছে এ ওপায় সম্ভাবনা বটে কিন্তু যেমন ওপায় করিয়াছ তেমন অপায় বিবেচনা কর দেখ বক মূর্খের বংশ সকল নকুলে ভক্ষন করিলেক। কূর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি। তাহারা কহিতেছে।

ওওর পথে গৃধ্রকূট নাম্নি পর্ব্বতে এক মহা পিপ্পলী বৃক্ষ আছে সেখানে অনেক বক

বাস করেন। সেই বৃক্ষের অধঃস্থিত গর্ত্তে
এক সর্প তাহারদের সকল অপত্য খাইয়া
ফেলায়। তাহাতে সকল বক ক্রন্দন করিতেছে।
তাহারদের রোদন শুনিয়া কোন এক বক
বলিতেছে আমার এক পরামর্শ শুন তোমরা
কতক গুলি মৎস্য আনিয়া এক নকুলের গর্ত্ত
হইতে সর্পের গর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রেণী করিয়া দেহ
তখন সেই নকুল মৎস্যের লোভে আসিয়া
সর্প দেখিবে তবেই তাহার বিনাশ হইবে।
তাহার কথা ক্রমেতে ওহারা সেই মত করিলেন।
তারপর নকুল আসিয়া বকশিশুর শব্দ শুনি
লেক পশ্চাৎ বৃক্ষে আরোহন করিয়া সকল
শিশু খাইয়া ফেলাইল। অতএব আমরা বলি
অপায় চিন্তা করিতে হয়। আমরা তোমাকে
লইয়া যাইতে লোকে দেখিয়া কিছু কহে
তাহা শুনিয়া যদি তুমি ওত্তর দেহ তবে তোমার
মরন হবে। এই নিমিত্ত বলি এই খানে

থাকহ। কূর্ম্ম কহিতেছে হাঁ আমি কি এত অজ্ঞান আমি উত্তর দিব না কথায় আমার কি ফল। তখন হংসেরা সেই মত করিয়া উড়িলেন তাহা সকল গো রক্ষকেরা দেখিয়া পশ্চাৎ২ ধাইতে লাগিল কেহ বলিতেছে যদি এই কূর্ম্ম পড়ে তবে এই খানে রন্ধন করিয়া খাই কেহ বলিতেছে বাড়ী লইয়া যাইব। তাহা শুনিয়া কূর্ম্ম পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃতি হইয়া কহিতেছে তোমরা বাপের সঙ্গে ছাই খাইবা ইহা কহিবা মাত্রে কাষ্ঠ হইতে পড়িলে তাহারা তাঁহাকে পাইয়া বধ করিল। অতএব আমি বলি সুহৃদের হিত কথা যে না মানে তাহার এই ফল।

তারপর পরিচারক আসিয়া কহিতেছে মহা রাজ সেই কালে বক চরে কহিয়াছিল আগে

দুর্গ শোধিন কর্ত্তব্য তাহা না শুনিয়া এই ফল।
দুর্গ দাহ মেঘবর্ণ করিয়াছিল গৃধ্রের মন্ত্রণায়।
রাজা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতেছেন
প্রণয়েতে কিম্বা উপকারেতে যে শত্রুতে বিশ্বাস
করে সে যেমন বৃক্ষের অগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তি
পড়িলে জ্ঞান পায়। মন্ত্রী কহিতেছেন
এখান হইতে সৈন্য দাহন করিয়া মেঘবর্ণ সে
খানে উপস্থিত হইলে চিত্রবর্ণ তাহাকে প্রসাদ
দিয়া কহিতেছেন এই মেঘবর্ণকে কর্পূরদ্বীপের
রাজ্যে অবিষিক্ত করিব। যে হেতুক কৃত কৃত্য
ভৃত্যের যে কর্ম্ম তাহা নাশ করিবে না কায়
মন বাক্য করনক তাহার হর্ষ জন্মাইবেক।
তারপর প্রধান মন্ত্রী গৃধ্র কহিতেছেন মহা
রাজ এমন উচিত নহে আরং প্রকার প্রসাদ
তাহাকে দিয়া তোষ জন্মান রাজ্য কদাচ
দিবেন না তাহা উক্ত আছে নীচ যদি শ্লাঘ্য পদ
পায় তবে সে স্বামীকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা

করে। যেমন মুষিক ব্যাঘ্র হইয়া মুনিকে নষ্ট করিতে গিয়াছিল। চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছে। মন্ত্রী কহিতেছেন।—

গৌতম ঋষির তপোবনে মহা তপা মুনি থাকেন পরে কাকে এক মুষিকের শিশু লইয়া যাইতেছিল তাহা দেখিয়া মুনির স্বভাব দয়ালু তিনি কতক গুলি গুড়ি ধান্য ছড়াইয়া দিলেন তাহা দেখিয়া কাক মুষিক ত্যাগ করিল। তার পর এক বিড়াল সেই মুষিক খাইতে ধাইল তাহা দেখিয়া মুষিক সেই মুনির ক্রোড়ে প্রবেশ করিল। তখন মুনি কহিলেন মুষিক তুমি বিড়াল হও। তাহা হইলে কুক্কুর দেখিয়া পলাইতে লাগিলেন তাহার পর মুনি বলিলেন কুক্কুরকে তুমি ভয় করিতেছ তুমি ও কুক্কুর হও তারপর কুক্কুর হইয়া ব্যাঘ্রকে ভয় করিলেন

তদনন্তর মুনি কুক্কুরকে ব্যাঘ্র করিলেন তাহা হইলে সকল ব্যাঘ্র দেখিল মুনির মুষিক ব্যাঘ্র তাহাতে তাহারা সকল বলিতেছে এই মুনি মুষিককে ব্যাঘ্র করিলেক। তাহা শুনিয়া সেই ব্যাঘ্র চিন্তা করিতেছে যাবৎ মুনি বসিয়া আছে তাবৎ আমার স্বরূপাখ্যান করিয়া পলাই না কেন মুষিক ইহা আলোচনা করিয়া মুনিকে হনন করিতে চলিলেন। মুনি তাহা জানিয়া পুনর্ব্বার যে মুষিক সেই মুষিক করিলেন। অতএব আমি বলি নীচ শ্লাঘ্য পদ পাইলে এই মত হয়। অপর এই কর্ম্ম সুকর ইহাও মানিবে না। ওতুয় অধীম যবীায় বহু মৎস্য ভক্ষন করিয়া অতি লোভেতে বক পশ্চাৎ মরিল। চিত্রবর্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। মন্ত্রী কহিতেছে।———

মগধ দেশে পদ্মকেলী নামেতে এক সরোবর

আছে সেখানে এক বৃদ্ধ বক সামর্থ্য হীন ভক্তিগ্নের ন্যায় আত্মা দেখাইয়া বসিয়া আছেন তারপর তাহাকে কোন এক কর্কট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে তুমি কি কারন অনাহারী বসিয়া আছ। বক কহিতেছে আমার আহার মৎস্য কৈবর্ত্তেরা আসিয়া তাহা সকল ধরিয়া লইয়া যাবেক এই কথা নগরের পথে শুনিলাম অতএব আহারের অভাব হইবে এখন আমার মরন উপস্থিত এ জন্য ভাবিত হইয়াছি। তারপর মৎস্যেরা আলোচনা করিতেছে এ সময়ে উপকারক এই উপলক্ষ্য দেখিতেছি অতএব ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাওক যে কর্ত্তব্য হয় কহিবেক। উপকর্ত্তার সন্ধান বিনা অপকারী মিত্রের সহিত নহে। অপকার আর যে উপকার এই দুইএর লক্ষন অনেক প্রকার। মৎস্যেরা কহিতেছে এখন রক্ষনোপায় কি। বক কহিতেছে ইহার

ওপায় আছে অন্য জলাশয় আশ্রয় করিতে হবে তাহার ওপায় এই শুন আমি তোমারদিগে একং করিয়া অন্য হ্রদে লইয়া যাই। মৎস্যেরা কহিতেছে এমন করহ। তদনন্তর ঐ বক একং মৎস্য আনে আর খায় তারপর কর্কট ও কহিতেছে ওহে বক আমাকে ও সেই স্থানে লইয়া যাও। তদনন্তর অপূর্ব্ব কুলীর মাংসার্থী সাদরে তাহাকে লইয়া স্থলে রাখিল। কাঁকড়া মৎস্যের কাঁটা দেখিয়া চিন্তিত হইল হায় কি করিব মন্দ ভাগ্য আমার সময়ক্রমেতেই হয় চারাকি। যাবৎ ভয় না পড়ে তাবৎ ভয় কর্ত্তব্য যদি ভয় দেখে তবে ভয় করার কি ফল। অপর আপনার অতি মুক্ত যখন না দেখে তখন রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া মরে সে ও ভাল। অন্য প্রকার যে স্থানে অযুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যু যুদ্ধে ও মরন সংশয় সে কালে যুদ্ধ করিবে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন

ইহা আলোচনা করিয়া কাকড়া বকের গলা ছেদন করিয়া ফেলাইল। অতএব আমি বলি বহু মৎস্য খাইয়া এই ফল হইল। তারপর চিত্রবর্ন কহিতেছে আমি এ সকল আলোচনা করিয়াছি এই খানে ছিল যে মেঘবর্ন যাবৎ কর্পূরদ্বীপের বস্তু চিত্রগ্রীবের লইয়াগিয়াছে তাহাতে আমরা মহাসুখে বৃন্ধ্যাচল পর্ব্বতে থাকিব। দূর দর্শী হাস্যিয়া কহিতেছে অনাগত চিন্তা করিয়া যে হর্ষ হয় সে ভগ্ন ভাণ্ড দ্বিজের ন্যায় অপমান পায়। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি। মন্ত্রী কহিতেছে।—

দেবী কোটর নাম্নি নগরে দেবশর্ম্মা নামেতে এক ব্রাহ্মন থাকেন তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তির দিবস ভিক্ষা করিয়া কতকগুলি ছাতু পাইয়া ছেন সেই ছাতু পথের মধ্যে শরা হইতে এক

ভাণ্ড পূর্ন করিয়া বড় রৌদ্রে শ্রান্ত হইলেন
তারপর এক কুম্ভকারের ঘরের এক দেশে
শয়ন করিয়া আছেন তদনন্তর ঐ ছাতু রক্ষা
অর্থে এক দণ্ড হস্তে করিয়া চিন্তা করিতেছে
যদি আমি এই ছাতুর শরা বিক্রয় করিয়া দশ
কড়া কড়ি পাই তবে ঐ দশ কবর্দ্দক দিয়া
পুনর্ব্বার দুট শরা ক্রয় করিব এই প্রকারে
ক্রয় বিক্রয় করিয়া২ লক্ষ টাকা করিয়া
চারি বিবাহ করিব তদনন্তর যখন তাহারা
পরস্পর সপত্নী দ্বন্দ্ব করিবেক তখন আমি
কোপাকুল হইয়া এই লগুড় দিয়া প্রহার করিব
ইহা ভাবিয়া লগুড় ক্ষেপন করিলেন তাহাতে
ছাতুর শরা ভাঙ্গিয়াগেল। তখন সেই শব্দ
কুম্ভকার শুনিলে বাহিরে আসিয়া তেমন ভাণ্ড
দেখিলেক অতএব সে ব্রাহ্মনকে যথোচিত
অপমান করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।
এই হেতুক আমি বলি অনাগত চিন্তা কর্ত্তব্য

নাহি। তারপর রাজা রহস্য ক্রমে গৃধ্রকে কহিতেছেন যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর। গৃধ্র বলিতেছে উন্মত্ত রাজা মাহুত যেমন হাতিকে পায় তেমনি। শুন মহারাজ তোমার প্রতাপাগ্নিষ্ঠ ওপায় ক্রমেতে আমারদের বল দর্পেতে সেনা ভগ্ন করিব না। গৃধ্র কহিতেছে যদি আমারদের কথা মানেন তবে স্বদেশে গমন করুন। একান্ত যুদ্ধের বাসনা থাকে পুনর্ব্বার বর্ষা কাল হইলে যুদ্ধ করা যাবেক। পরভূমিস্থিত যে আমরা আমারদের স্বদেশে যাওয়া ভার হইবেক অতএব আমার সম্মত এই সুখ সন্ধান করিয়া যশ পাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করুন। যে বীর্য্য পুরস্কার করিয়া স্বামীর প্রিয় অপ্রিয় ত্যাগ করে সত্য অপ্রিয় হইলেও সে কারন রাজ সহায় হয় না। অপর সমানের সহিত সন্ধান ইচ্ছা করিবেক যুদ্ধ পরাজয়

অন্দিগকে দেখ সুন্দ আর উপসুন্দ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নষ্ট কি হইল না। রাজা বলিতেছেন এ কি। মন্ত্রী কহিতেছে।———

পূর্ব্ব কালে সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই মহা বীর ছিল তাহারা মহা ক্লেশে ত্রৈলোক্যের অধিকার কামনা করিয়া মহাদেবকে সর্ব্বদা আরাধিলা করে তদনন্তর তাহারদের তপস্যায় ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন তোরা বর গ্রহণ কর। উহারা মনের মধ্যে চিন্তা করিতেছে যদি আমারদিগকে মহাদেব সদয় হইলেন তবে তাঁহার প্রিয় পার্ব্বতীকে দিউন। তারপর ভগবান ক্রোধি যুক্ত হইলেন কিন্তু বর দানের আবশ্যকতা কারণ বলিলেন অতি মূঢ় ভাল পার্ব্বতীর তুল্য এক জন দিব তারপর পার্ব্বতীর সদৃশ লাবন্য লুব্ধেরদিগকে প্রদান

করিলেন। তাহাকে পাইয়া পরস্পর কলহ করিতে আরম্ভ করিল মনের মধ্যে করিলেক কাহাকে প্রধান রাখিব ইহার মধ্যে ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মন রূপ ধরিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন তখন উহারা তাহাকে, জিজ্ঞাসা করিতেছে এই আমারদের স্বীয় বল, লক্ষ্মী স্ত্রী আমারদের দুই জনার মধ্যে কাহার হইবেক। ব্রাহ্মন কহিতেছেন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মন পূজ্য ক্ষেত্রিয়ের মধ্যে বলবান ধন ধান্য অধিক বৈশ্য শূদ্র বিপ্রের সেবাতে অতএব তোমরা দুই জনেতে ক্ষেত্রি ধর্ম্মে চন যুদ্ধ করিয়া যে জয়ী হইবেক সেই পাইবেক। এই বিধান শুনিয়া তাহারা বলিলেন ভাল কহিয়াছ। তদনন্তর পরস্পর যুদ্ধ করিতে২ দুই জনায় বিনাশ হইল। রাজা কহিতেছেন পূর্ব্বে কি তোমরা না কহিয়াছ। মন্ত্রী কহিতেছে আমার বচন তোমরা শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়াছ

তথাপি আমার সম্মতি যুদ্ধ আরম্ভ কর্ত্তব্য নহে সাধু গুন যুক্ত যে এই হিরন্যগর্ভ ইহার সহিত যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে সত্য শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বলী যদি ছোট ভাই হয় তবে তাহার সহিত ও সন্ধান কর্ত্তব্য অনেক যুদ্ধ বিজয়ী সন্ধান সাত প্রকার। সত্য অনুপালনেতে সত্য সন্ধানী বীর পরাভব হয় না। প্রান দিয়া করিলেও অশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হয় না। ধার্ম্মিক মরিলেও তাহার ঘোষনা সর্ব্বত্রে থাকে। প্রজানুরাগেতে ধর্ম্মেতে সকলেই তাহার কারন দুঃখিত হয়। অশ্রেষ্ঠের সহিত সন্ধি কার্য্য করিলে তাহারা বিনাশ উপস্থিত হয়। সমূহ কণ্টক আবৃত বংশ যেমন কেহ ছেদন করিতে পারে না তেমনি বহু ভ্রাতৃ আবৃত জনকে কেহ নাশ করিতে পারে না বলীর সহিত যুদ্ধ করিবে ইহার নিদর্শন নাহি। প্রতি বাতাসেই মেঘ আসেনা। অনেক যুদ্ধ জয়ী সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে

বাহুবলে সকল ভোগ করে পরসুরামের সুতের ন্যায়। যে অনেক যুদ্ধ বিজয়ী ও বহু সন্ধানী তাহার প্রতাপেতে শত্রু তাহার বস শীঘ্র হয়। অতএব তত গুন যুক্ত এ রাজা। চক্রবাক কহিতেছে সকলে মনগত হইয়া পুনর্ব্বার যাবেন। রাজা চক্রবাককে কহিতে ছেন মন্ত্রী সন্ধান কত তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। মন্ত্রী কহিতেছেন শুন মহা রাজ কহি। বালক বৃদ্ধ চিররোগী জাতির বাহির ভয়শীল তাহার জন ভীরুক লুব্ধ লুব্ধ জন লক্ষ্মী ছাড়া বিষয়াশক্ত বলবান অনেক চিত্ত দেব ব্রাহ্মন নিন্দুক দৈব কর্ম্মোপহত সর্ব্বদা চিন্তিত দরিদ্র দুঃখী অশান্ত অদেশস্থ বহু রিপু যুক্ত অকাল বুদ্ধি মিথ্যাবাদী ঈর্ষা নাশক এই বিংশতি পুরুষ সন্ধানের উপযুক্ত নহে। ইহারদিগকে কোন কার্য্যে গ্রহন করিবেক না। ইহারা যুদ্ধে শীঘ্র রিপুর বস

হয়। বালক অল্প বুদ্ধির নিমিত্ত লোক যুদ্ধ ইচ্ছা করে না। যুদ্ধাযুদ্ধ ফল জানিতে শক্ত নহে। বৃদ্ধ শক্তি হীন ও অসাহসী চিররোগী স্বেচ্ছায় পরের বস হয়। জাতির বাহির জন সুখ ভেদ্য হয়। সে জাতির হনন করিতে জাতির বসীভূত হয়। ভয়শীল যুদ্ধ পরিত্যাগে স্বয়ং বিনাশ হয়। এ নিমিত্ত ভয়শীল ও ভিরু পুরুষ যুদ্ধে যোজন করিবেক। লুব্ধ হীন পাইয়া হনন করে। লক্ষ্মী ছাড়া যুদ্ধে প্রকৃতি ত্যাগ করে। বিষয়াশক্ত বলবান সুখের বস হয়। সম্পত্য ও বিপত্যের দৈব হওর কারণ সর্ব্বদা চিন্তিত আপন মন চেষ্টা করে। দরিদ্র দুঃখী স্বয়ং অবস অলস যুদ্ধ করিতে শক্ত নহে। অনেক চিত্ত মন্ত্রী মন্ত্রনা ভেদ করে। ও অস্থির চিত্ত কার্য্য উপেক্ষা করে। দেব ব্রাহ্মণ নিন্দুক সদা বীর্য্য বলের অহঙ্কার করে। যেমন দৈবোপহত অতি শক্তিমান সম্পদাশক্ত সুখের

হস যায়। অদেশস্থ অল্প রিপু হইতে নাশ পায়। বহু শত্রু যুক্ত সৈন্যের মধ্যে কপোত যেমন। যে দিগে যান সেই দিগে আপদ পান। অকাল বুদ্ধি যুদ্ধ কালে অবসান হয়। যেমন পক্ষী রাত্রে অন্ধ হয়। মিথ্যাবাদী ধর্ম্ম হীনকে কদাচ রাখিবে না। যদি অধার্ম্মিক কে রাখে তবে শীঘ্র পরাজয় হয়। অপর কহি সন্ধি বিগ্রহ কাল সংশ্রয়েতে জয় গুন কর্ম্মের আরম্ভ উপায় পুরুষত্ব দ্রব্য সম্পদ দেশ কাল বিভাগ বিনিপাত প্রতিকার ইহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র সমান দান সন্ধান দণ্ড চারি উপায়। প্রভু শক্তি তিন প্রহার উৎসাহ মন্ত্রজ। এই সকল আলোচনা করিয়া যুদ্ধ ইচ্ছা করিবেক। যে হেতুক জ্ঞানবানের ঘরে প্রাণ ত্যাগ করিলে যদি মূল্য না পায় তথাপি ধীরা তাহা উক্ত আছে। যখন যাহার সমান বিভক্তি থাকে তাহার চর নিত্য

দৃঢ় মন্ত্রনা হয়।   ও যাহার প্রাণীতে অপ্রিয় থাকে না সে আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করে কিন্তু মহা মন্ত্রী প্রভৃ মন্ত্রনা করিয়া থাকে তথাপি মনুষ্য জয় দর্প মানিবেক না। মহা রাজ এমন কর সিংহল দ্বীপের মহাবল নামে সারস রাজা আমার মিত্র। তাহাকে জম্বূ দ্বীপের ওপর কোপ জন্মাইয়া দেহ। যেহেতুক সুগুপ্তে লিখিয়া সুন্দর গোপনীয় চর করনক শত্রূ বিচার করিয়া যাহার সহিত সমান সন্তাপ তাহা সন্ধান শীঘ্র কর। রাজা বলিলেন এমন কর ইহাই কহিয়া গোপনে লিখন লিখিয়া চর প্রেরন করিলেন।   তারপর চর ফিরিয়া আসিয়া কহিতেছে   মহারাজ সেখানকার এই প্রস্তাব শুন সেখানে গৃধ্র এমন কহিলেক মহারাজ যদি মেঘবর্ন চিরকাল ছিল সে জানে। কি সন্ধান শুন যুক্ত হিরন্যগর্ব্ভ রাজা ও চক্র বাক বা কি মত।   বায়স কহিতেছে।

মহারাজ হিরন্যগর্ব্ভ রাজা যুধিষ্ঠীরের সমান
মহাশয় চক্রবাক মন্ত্রীর তুল্য মন্ত্রী কুত্রাপি দেখি
নাই। রাজা বলিতেছেন যদি এমন তবে
কি কারন ত্যাগ করিলা। মেঘবর্ন বলিতেছে
শুন মহারাজ সেই মন্ত্রী আমাকে প্রথমে
জানিয়াছিল কিন্তু মহাশয় সে রাজা আমাকে
বিরোধি ওক্তি করিয়াছিল তাহা ওক্ত আছে
যে আপনাকে ওপমা দিয়া দুর্জ্জনকে সত্যবাদী
জানে সে তেমনি ধূর্ত্ত কর্তৃক ব্রাহ্মনের
ছাগল হরন মত হয়। রাজা জিজ্ঞাসা
করিতেছেন এ কি। মেঘবর্ন বলিতেছে।—

গৌড়ারন্যে ওদারশীল নামেতে এক ব্রাহ্মন
থাকে। সে ব্রাহ্মন যজ্ঞের কারন এক ছাগল
লইয়া যায়। ইতি মধ্যে তিন ধূর্ত্ত তাহা
দেখিয়া পরামর্শ করিয়া বলিল আইসহ

আমরা ফাকি দিয়া ব্রাহ্মনের ছাগল লই ইহা বলিয়া তিন জনা ক্রোশ ক্ষনেক অন্তর এক বৃক্ষের তলে ব্রাহ্মনের আগমন পথ দেখিয়া বসিল। তারপর এক ধূর্ত্ত ওঠিয়া ব্রাহ্মনকে কহিতেছে ঠাকুর এ কি কুক্কুর কান্ধে করিয়া বহিতেছ। ব্রাহ্মন বলিতেছে না এ কুক্কুর নয় কিন্তু যজ্ঞছাগ। তারপর আর এক ধূর্ত্ত আসিয়া সেই মত কহিল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মন ভূমিতে নামাইয়া বার২ দেখিলে পুনর্ব্বার স্কন্ধে লইয়া চলিল যেমন সাধুর নিশ্চিৎ কথাক্রমে সত্য মতি নড়িল। তিন বার বিশ্বাস করিয়া যেমন চিত্রবর্ন মরিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এ কি। সে কহিতেছে।————

কোন বনে মদোৎকট নামে সিংহ থাকে তাহার তিন সেবক কাক ও ব্যাঘ্র ও শৃগাল। পরে ভ্রমন করিতে২ কোন এক দুষ্টকে দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিতেছে কোথা হইতে আইলা। সে আপনার বৃত্তান্ত কহিলে পর সিংহ তাহাকে অভয় দান দিয়া ও চিত্রবর্ণ নাম খ্যাত করিয়া রাখিলেন তারপর কদাচিৎ বহু বৃষ্টি হইয়াছে এবং সিংহের শরীর বিকল হইয়া আহার অলাভে তাহারদিগকে ব্যাগ্র হইলেন। তদনন্তর তাহারা বিবেচনা করিল স্বামী চিত্রবর্ণকে যে প্রকারে মারেন তাহা করি কি কায এ কণ্টকে। ব্যাঘ্র কহিতেছেন স্বামী তাহাকে অভয় দান দিয়াছেন। কাক কহিতেছে এ সময় স্বামী পাপ অবশ্য করিবেন। ক্ষুধার্ত্তা স্ত্রী স্বপুত্র ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত্তা ভুজগী স্বীয় অণ্ড ভোজন করে। ক্ষুধিত জন কোন পাপ না করে ক্ষীণ নর নির্দ্দয় হয়। অন্য প্রকার মত্ত প্রমত্ত শ্রান্ত ক্রুদ্ধ ক্ষুধিত লুব্ধ ভয়শীল ত্বরাযুক্ত কামুক ইহারা ধর্ম্ম জানে না। ইহা চিন্তা করিয়া সিংহের কাছে গেল। সিংহ

বলিতেছে আহারের কিছু পাইয়াছ। তাহারা বলিতেছে অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু পাই লাম না। তখন সিংহ বলিতেছে তবে জীবন উপায় কি। কাক কহিতেছেন মহাশয় স্বামীর আহার ত্যাগে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তিনি বলিতেছেন এখানে আমার স্বাধীন কি আছে। তখন কাক কর্ণে কহিতেছেন চিত্রবর্ণ আছে। সিংহ ভূমিতে কর্ণ স্পর্শ করিলেন আমি তাহাকে অভয় দান দিয়া রাখিয়াছি ইহা কেমনে সম্ভব হয় সকল দানের মধ্যে প্রধান অভয় দান। তেমন নহে পৃথিবী সুবর্ণ গো অন্ন যত মহাদান কহিয়াছেন অন্য প্রকার সকল ফলের সম্মতি অশ্বমেধে কিন্তু শরনাগতকে রক্ষা করিলে সে সকল লাভ হয়। কাক কহিতেছে আপনি তাহা বধ করিবা না। কিন্তু সে আপনি অঙ্গিকার করিয়া যেমতে দেহ দিবে তাহা আমরা করিব। সিংহ তাহা শুনিয়া

চুপ করিয়া থাকিলেন। তারপর অবকাশ পাইলে সকলে স্বামীর কাছে আইল কাক কহিতেছে মহাশয় অনেক যত্ন করিয়াও কিছু আহার পাইলাম না অনেক উপবাসে স্বামী ক্ষীণ হইয়াছেন এখন আমারি মাংস ভোজন করুন। যে হেতুক স্বামী ব্যতিরেক ভৃত্য বাঁচে না যদি পুনরায়ু শেষ হয় তখন ধন্বন্তরিতেও কিছু করিতে পারে না স্বামী সকল প্রকৃতির মূল সমূল বৃক্ষে মনুষ্যের প্রযত্ন ফল হয়। সিংহ বলিতেছে বরং প্রাণ যায় সেও ভাল তথাপি এমন কর্ম্ম করিব না। শৃগাল আসিয়া তেমনি কহিল। সিংহ বলিলেন না। তারপর ব্যাঘ্র আসিয়া বলিল স্বামী আমার দেহেতে প্রাণ ধারণ করুন। সিংহ কহিলেন কদাচ হইবেক না। তদনন্তর চিত্রবর্ণ ভাবিল যদি ইহারদের তিন জনাকে না খাইলেন তবে আমাকেও খাইবেন না ইহা চিন্তা করিয়া তিনি

ও সেই মত কহিলেন। তাহার বচনানুসারে সেই বাদ্যু তাহার কুক্ষীবিদার করিয়া বধ করিল। তারপর সকলে ভক্ষন করিলেক। এই আমি বলি সত্য মতি দোকানের বিষয়। তদনন্তর তৃতীয় ধূর্ত্তের বচনেতে ব্রাহ্মনের মতি ভ্রম হইয়া ছাগল ত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিয়া গেলেন। তাহার পর সে ধূর্ত্তেরা ছাগল লইয়া প্রস্থান করিলেক। দেব কার্য্যার্থি প্রয়োজন বসে কি না করিল। দেখ মহারাজ পোড়া ধার নিমিত্ত লোক কাষ্ঠ মাথায় করিয়া কি বহে না তাহা গুক্ত আছে। কার্য্য আপাতে স্কন্ধে করিয়া শত্রুকে বহে যেমন বুদ্ধিমান বৃদ্ধ সর্পে মণ্ডুকের বিনাশ করিলেক। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। মেঘবর্ন কহিতেছে।—

জীর্ন্নোদ্যানে মন্দবিষ নামে এক সর্প আছে

সে অতি জীর্ণ আহার করিতে অশক্ত সরো বরের তীরে পড়িয়াছে তারপর দূর হইতে কোন মণ্ডুক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি তুমি আহার করিতে ইচ্ছা কর না। সর্প কহিতেছে মন্দ ভাগ্যকে জিজ্ঞাসায় কি ফল তাহারপর সংজাত কৌতুকক্রমে সে ভেক বলিতেছে সর্ব্ব প্রকার তুমি কহ। সর্প বলিতেছে ব্রহ্মপুরবাসী কৌণ্ডিন্য শ্রোত্রিয়ের পুত্র বিংশতি বৎসর সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন দুর্দ্দৈব ক্রমে আমার মন্দ স্বভাব আমি দংশন করিলাম তখন সে পুত্রকে মৃত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া কৌণ্ডিন্য পৃথিবীতে লোটাইতে লাগিল অনন্তর ব্রহ্মপুরবাসী সকল বান্ধবেরা সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল যেমন উক্ত আছে উৎসবে দুঃখে যুদ্ধে দুর্ভিক্ষে রাজ্যবিভ্রাটে রাজদ্বারে শ্মশানে যে থাকে সেই বান্ধব। সে খানে কপিল নাম মুনি স্নান করিতেছিল সে

কহিতেছে অরে কৌণ্ডিন্য তুমি মূঢ় হইয়াছ তাহার কারণ ক্রন্দন করিতেছ শুন প্রথম ক্রোড়ে করে যেমন অনিত্য জাত ধাত্রীর ন্যায় পশ্চাৎ জননী তখন শোকের ক্রম কি। পৃথিবী পাল কোথায় গেল সৈন্য বল বাহন তাহারা কোথায় তাহার সাক্ষী দেখ তুমি অদ্যাপি আছে শরীরের নিকট অপায় সম্পদের পদ ও আপদের সমাগম ও সমাগম সকল উৎপন্ন হয় বিধ্বংশ হয়। এই শরীর সর্ব্বদা ক্ষীয়মান কেহ তাহা দেখে না। সে কেমন যেমন জলেতে কাঁচা কুম্ভ ক্ষয় হয়। জন্তুর মৃত্যু আসন্ন দিনে২ হইতেছে নীয়মান বধ্যের প্রায়। অনিত্য যৌবন রূপ জীবন দ্রব্যসঞ্চয় ঐশ্বর্য্য প্রিয়সম্ভাষ ইহাতে পণ্ডিত মুগ্ধ হয় না। যেমন কাষ্ঠ ও তৃণ সমুদ্রে আইসে একত্র হইয়া বিনাশ হয় তেমন প্রাণীর সমাগম। পঞ্চকর্ণক নির্ম্মিত দেহ পঞ্চত্বই

পুনর্ব্বার যায়। আপন২ স্থান প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না যাবৎ মনুষ্য প্রিয় সন্ধান করে তাবৎ তাহার হৃদয়ে শোক শেল বিদ্ধ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি নিজ শরীরক্ষয়ে অত্যন্ত সন্তাপ হৃদয়েতে লাভ করেন না অন্য পৃথক জনে কি। সংযোগ বিয়োগের সম্ভব সূচনা করিবেক না অনন্থি ক্ষয়ের জন্ম মৃত্যু আগমনের ন্যায় প্রিয়ের সহিত সংযোগে তৎক্ষনে ভাল যেমন রোগীর অপথ্য ভোজন তারপর দারুন হয়। যেমন নদীর স্রোত ও দিবারাত্রি সর্ব্বদা গমন করিতেছেন তাহার নিবর্ত্ত কদাচ হয় না তাদৃশ জন্তু। সাধুর সমাগম সংসারে সুখস্বাদ পর মরন কালে তাহার দুঃখের অগ্রে যোগ করে অতএব সাধুর সমাগম ইচ্ছা করি না কেন বিয়োগ হইলে সে দুঃখ নিবারনের ঔষধি নাই

দেখ সগরাদি রাজা সুকৃতি কর্ম্ম করিয়া স্থায়ী হয়েন নাই তাহারাও বিনাশ হইয়াছে বিচক্ষন মনুষ্য চিন্তিয়াং তাহার মৃত্যু করে যেমন চর্ম্মের গিরা বর্ষাতে শৈথল্য করে। গর্ব্ভবাসী যে লোক প্রথম রাত্রে পায় সেই অবধি করিয়া প্রীয়াশ স্খলন হয় আর প্রত্যহ মৃত্যুর সমীপে যায় অতএব এই শোক অজ্ঞানের প্রপঞ্চ সংসার বিচার করিয়া দেখ জ্ঞানীর শোক নাহি। অজ্ঞান কারন যদি বিয়োগ শোকের কারন হইত তবে তাহার খণ্ডন কদাচ হইত না দেখ দিনেং শোক যায় অতএব আপন মন বিবেচনা করিয়া শোক দূর কর শোকের প্রহরন অচিন্তা মহৌষধি। তাহার বচনক্রমে প্রবোধ পাইলে কৌশল্যা গাত্রোত্থান করিয়া কহিতেছেন তবে আমার বৃথা গৃহ নরকে বাস আমি বনে যাই। কপিল পুনর্ব্বার কহিতেছেন রাগীর বনেতে

ও দোষ হয় গৃহে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বস করিয়া থাকি
লেই তপ। যে অকুচ্ছিত কর্ম্মে রাগ নিবর্ত্ত
হইয়া প্রবর্ত্ত হয় তাহার গৃহে তপোবন। যেমন
দুঃখী ব্যক্তি কোন স্থানেতে রত হইয়া ধর্ম্মাচরন
করে অতএব সবর্ব স্থলেতেই সমান চিহ্ন কথন
কর্ম্মের কারন নহে। বিত্তার্থ ভোজন
যাহারদের সন্তানের জন্যে মৈথুন সত্য
বচনের জন্যে কথা। এই সকল যাহার
দের আছে তাহারা দুর্গ হইতে তরে আত্ম
নদী পুন্য তীর্থ সংসার সত্যজল প্রকৃতি ঢেও
সে খানে অভিষেক কর। অন্তরাত্মা
জলেতে কথন শুদ্ধ হয় না তথাচ জনা মৃত্যু
জ্বরা ব্যাধি বেদনাতে উপদ্রুত সংসারে এই
অত্যান্ত অসার সুখ ত্যাগ করহ। যে হেতুক
দুঃখই কেবল সুখ নাহি যাহাতে তাহা উপলক্ষ
করে দুঃখার্ত্তের প্রতীকারে সুখ সংজ্ঞা বিধান
করিয়াছে। কৌণ্ডিল্য কহিতেছেন এমন

সমাচার ভাল যাহা হবার তাহা হইল অতএব
সেই শোকাকুল ব্রাহ্মন হইতে আমি শাপ
ভ্রষ্ট হইয়াছি তিনি এই শাপ আমাকে দিলেন
যে তুই আজি হইতে মণ্ডুকের বাহন হইবি।
কপিল কহিতেছেন সংপ্রতি উপদেশ সহিষ্ণু
তুমি শোকাবিষ্ট তোমার হৃদয় তথাপি
কার্য্য শুন সকলেরি সঙ্গ ত্যাগ কর্ত্তব্য যদি
তাহা ত্যাগ করিতে না পারে তবে সন্তের
সঙ্গ করিবেক সন্তের সঙ্গ ঔষধ আছে অন্য
প্রকার কাম সকল স্ত্রীর প্রতি হেয় কর্ত্তব্য যদি
ধারন না করিতে পারে তবে আপন স্ত্রীর
প্রতি করিবেক সে সৌরতের ঔষধী। এই
সকল উপদেশামৃতে কৌণ্ডিল্য শান্ত হইয়া দণ্ড
গ্রহন করিলেন। এ হেতুক ব্রাহ্মন শাপভ্রষ্টতে
মণ্ডুকের বাহন হইয়া এখানে পড়িয়াছি। অনন্তর
সেই মণ্ডুক মণ্ডুকনাথের নিকট গিয়া সকল
কথা কহিলেক তখন সে আসিয়া সর্পের

ওপর আরোহন করিলেক। সর্প তাহাকে পিঠে করিয়া অল্পে২ যাইতে লাগিলেন পর দিন চলিতে অসমর্থ হইলে মণ্ডুক তাহাকে কহিতেছে কি কারন আজি মন্দ গতি তোমার। সর্প বলিতেছে মহাশয় অনাহারে অসমর্থ হইয়াছি। মণ্ডুকনাথ কহিতেছে আমার আজ্ঞায় সকল মণ্ডুককে খাও তখন মহাপ্রসাদ গ্রহন করিয়া অল্পে২ সকলভেককে খাইলেন তারপর দেখিলেন সরোবর নির্মণ্ডুক হইল তখন তাহাকে ও খাইলেন। এই আমি কহি স্কন্ধে করিয়া শত্রু বহনের ফল। মহারাজ এখন যাও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়াছি। সে হিরন্যগর্ভ রাজা সর্ব্ব প্রকারে সন্ধান করিতেছে আমার এই জ্ঞান হয়। রাজা বলিতেছেন তোমার কি বিচার যাবৎ আমারদের সেবা বিশিষ্ঠ হইয়া থাকে তাবৎ যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে যদি না করে তবে যুদ্ধ করিবেন। ইহার

মধ্যে জম্বুদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া কহিলেক মহারাজ সিংহলদ্বীপে সারস রাজা জম্বুদ্বীপে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। রাজা সম্ভ্রমে বলিতেছেন শুক কি কহিলা পুনর্ব্বার কহ। গৃধ্র মনের সহিত কহিতেছে ওরে চক্রবাক মন্ত্রী তুই সাধু সর্ব্বজ্ঞ সাধু। রাজা সকোপে বলিতেছেন আঃ আমি গিয়া তাহার মূল সহিত উৎপাট করি দূরদর্শী হাসিয়া কহিতেছে মেঘের ন্যায় ঘনগর্জ্জন বৃথা করা কর্ত্তব্য নহে। মহত জন পরের প্রকাশে কখন প্রকাশ হয় না আমারদের পশ্চাৎ প্রকোপ কর্ত্তব্য অপর যে তথ্য না জ্ঞাত হইয়া ক্রোধের পশ্চাৎ যায় সে মূঢ় ব্রাহ্মণের মত নকুল হইতে যেমন তাপ পাইল তেমনি হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। দূরদর্শী কহিতেছে।—

উজ্জয়িনী নগরীতে মাঠর নামে এক ব্রাহ্মণ

থাকেন তাহার ব্রাহ্মনী বালাপত্য রক্ষনার্থে স্বামীকে রাখিয়া স্নানে গিয়াছেন তাহারপর রাজবাটী হইতে ব্রাহ্মনের শ্রাদ্ধে আহ্বান আইল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মন সহজ দরিদ্র চিন্তা করিতেছেন। যদি শীঘ্র না যাই তবে অন্য কেহ শুনিয়া শ্রাদ্ধ গ্রহন করিবেক যে হেতুক আদান প্রদান কর্ত্তব্য কর্ম্মের শীঘ্র করিলেই রস পায় কিন্তু এখানে বালকের রক্ষক নাহি কি হবে কি করিব। এখন ওপায় এই চিরকাল পালিত নকুলকে বালকের রক্ষনার্থে রাখিয়া আমি যাই তাহা করিয়া ব্রাহ্মন গেলেন। তদনন্তর নকুল বালকের কাছে গিয়া এক কৃষ্ণ সর্প বধ করিলেন। ক্ষনকাল পরে ব্রাহ্মনকে আসিতে দেখিয়া রক্ত লিপ্ত মুখ নকুল সত্ত্বর আসিয়া ব্রাহ্মনের পায় লোটাইয়া পড়িল তখন ব্রাহ্মন তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত দেখিয়া ভাবিলেক যে বালক

এই গাইয়াছে ইহাই অবধাির্য্য করিয়া তাহাকে বধ করিলেক অনন্তর ঘাটং ঘরে গিয়া বালক দেখে ও মৃত সর্প তখন নকুলের উপকার জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিৎ মনে বিষাদযুক্ত হইল এই জন্য বলি যে অর্থ তথ্য না জানে তাহার এই ফল। আর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মান মদ এই ছয় দোষ যে রাজা ত্যাগ করে সেই সুখী। রাজা বলিতেছেন মন্ত্রিন এ সদাচার তথা যেমন স্মৃতির অর্থে তৎপর তেমনি চিত্তজ্ঞ জ্ঞান নিশ্চয় মন্ত্রীর পরম গুন দৃঢ় গুপ্ত মন্ত্রনা। পরমাপাদের পদ শুনিয়া সহসা বিবেক কর্ত্তব্য নহে বিমৃষ্য নহে কারন করন করিবে গুনলুব্ধ স্বয়ংই সম্পদ। শুন মহারাজ যদি আমারদের কথা গ্রহন কর তবে সন্ধানে চলুন যদ্যপি চারি সাধ্য সাধিনে নির্দ্দিষ্ট আছে তবে তাহার সংজ্ঞা মাত্র ফল সিদ্ধি ও আছে। রাজা বলিতেছেন

কি মতে ইহা সম্ভব হয় । মন্ত্রী কহিতেছেন শীঘ্র হইবে যেমন দুর্জ্জন সন্ধান মৃত্তিকার ঘটের ন্যায় সুখে ভেদ হয় সুজন সন্ধান কনক ঘটের ন্যায় শীঘ্র দুঃখে ভেদ করে । অপর অজ্ঞসুখ ধারি করে ও বিশেষজ্ঞ সুখ পায় এই সর্ব্বজ্ঞ রাজা বিশেষজ্ঞ আমি তাহা জানিয়াছি মেঘবর্ণের বচনে ও তাহার কৃতিকার্য্য দেখিয়া যে সর্ব্বত্রে ধর্ম্ম মানে ও পরক্ষে গুন কহে সে হেতুক পরে বৃত্তির ফলে কর্ম্ম জানিবেক । রাজা কহিতেছেন বৃথা উত্তর প্রত্যুত্তরে কি ফল যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা কর । এ মন্ত্রনা করিয়া গৃধ্র মহামন্ত্রী সৈন্যের মধ্যে গেলেন পরিচারক বক আসিয়া রাজা হিরন্যগর্ভকে নিবেদন করিলেক মাহারাজ মহামন্ত্রী গৃধ্র আমারদের কাছে সন্ধান করিতে আসিতেছে । রাজহংস কহিতেছেন মন্ত্রিন পুনর্ব্বার সর্ব্বজ্ঞ

কি সন্ধান করিতে আসিবে। সর্ব্বজ্ঞ হাসিয়া কহিতেছে। মহারাজ এ শঙ্কামপদ করা মাত্র ঐ মহাশয় দূরদর্শী বুঝি মন্দ মতিরদের শঙ্কা দেখাইবে। হংস যে বহু তারার দর্শনেতে কুমুদ পত্র রাতে খাইতেছে না নক্ষত্র ভ্রমে। দিবসে ও কুমুদ জ্ঞানে ও খায় না অতএব সত্যেও অপায় দেখে কেন দুর্জ্জন দূষিমন সুজনেও বিশ্বাস করে না। যেমন বালকের পায়েস ভোজনে মুখ দগ্ধ হইলে দধি খাইতে ও ফুৎকার দেয়। অতএব মহারাজ যেমন পারেন তেমনি পূজার কারণ রত্ন ওপহারাদি সামগ্রী সজ্জী করুন। তাহা করিতে২ সেই গৃধ্র মন্ত্রী দুর্গদ্বার হইতে চক্রবাককে রাজার নিকট আনিয়া দর্শন করাইলেন। চক্রবাক কহিলেক আমারদের কথাক্রমে এ রাজ্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ওপভোগ করহ। রাজহংস কহিতেছেন এমনি

দূরদর্শী ও কহিয়াছিলেন বহু প্রপঞ্চ বচনে
কি কার্য্য কি নিমিত্তে আইলা কহ। যেমন
লুব্ধকে অর্থে স্তব্ধকে অঞ্জলিতে মূর্খকে ফাকি
তে পণ্ডিতকে যথার্থেতে জানা যায়। সদ্ভাবে
মিত্র সম্ভ্রমে বন্ধু স্ত্রী ভৃত্য দানে ইতর জন
চাতুরিতে বস হয়। এখন সন্ধানে চল মহা
প্রতাপ চিত্রবর্ণ রাজা। চক্রবাক বলিতেছে
যেমন সন্ধান কার্য্য তাহা কহ। রাজহংস
বলিতেছে· কত প্রকার সন্ধান আছে শুন
আমি কহি সাহসযুক্ত বলবান রাজা কিম্বা
রাজার গুণযুক্ত আপন্ন সন্ধি ইচ্ছা করিয়া
কাল যাপন করিবেক। ভূষন উপহার
সন্তান সঙ্গত ইহার নাম উপত্যাগ প্রতিহার
প্রতিকার প্রশান্ত। পরিক্রম জন্ম পরভ্রয়ণ
দানপূর্ব্বক স্কন্ধ উপমেয় নাম। সাধুর
সহিত সন্ধান মৈত্রীপূর্ব্ব জানিবা যাবৎ
অর্থপ্রয়ান তাবৎ অর্থপ্রয়োজন সম্প্রতিতে

বা বিপত্তিতে কোন মতে ছাড়েন না তাহে সঙ্গত সন্ধি সুবর্ণবৎ তাহার অন্য কুশল সন্ধি কাঞ্চন বৎ। আমি ইহার হরন করিয়াছি এও আমার হরন করিবেক এমৎ যে করে তাহার নাম প্রতীকার। আমি ইহার উপকার করিয়াছি এও আমার করিবেক. তাহার নাম ও প্রতীকার রাম সুগ্রীবের ন্যায়। একার্থ উদ্দিশ্যে যেখানে যায় তাহার সমান প্রয়ান সে সংযোগী সন্ধি। যে ভাবে আমার দের যুদ্ধে আমিই কার্য্য সিদ্ধি করিব এমত পন যাহাতে তাহা স্বসন্ধি। স্বসৈন্যের সন্ধানে আপন আশীর্ব্বাদ যে জানে এবং প্রান রক্ষার্থে সকল দান করে তাহার নাম উপগ্রন। কোষাংশে কি স্বর্নে কিম্বা সকল কোষেতে যে শেষ প্রকৃতি রক্ষা করে তাহার নাম পরিক্রয়। সারবতী ভূমি দিয়া কিম্বা যাসৎ ভূমির উৎপত্তি দিয়া যে সন্ধান করে তাহার

নাম স্কন্ধোপমেয়। পরস্পর উপকার মৈত্রতা করিয়া যে সন্ধান সে উপকার বিধি। এ প্রকার চারি সন্ধান এক কালে উপকার করে এই এক প্রকার আমার মত। উপহার বিভেদ সবর্ব মৈত্র বর্জ্জিত সন্ধি। বলী অভিযুক্ত লাভ করে না নিবর্ত্তও হয় না উপহারেও নহে. অন্য সন্ধি চক্রবাক কহিতেছে। ক্ষুদ্র যে সেই গননা করে এ পর ও নিজ উদার চরিত্তের সকল সমান। অপর মাতার ন্যায় পরদ্বারের পরদ্রব্য বিষ্ঠার ন্যায় সকল প্রাণীকে আত্মার ন্যায় যে দেখে সেই পণ্ডিত আপনারা মহা পণ্ডিত তবে আমারদের এখানে কি কার্য্য কহ। মন্ত্রী কহিতেছে কি বলেন। পীড়া ব্যাধি পরীতাপ ছত্র বিনাশে কোন জন শীররের নামার্থে ধর্ম্ম আচরন করে না। যেমন জলের মধ্যে চন্দ্র চপল দেহের প্রান তেমন জানিয়া বার২ আচরন করিবেক। মৃগতৃষ্ণার সম

সংসার ফলভগী দেখিয়া সম্ভ্রমে সঙ্গী করিবেক ঈর্ষা ও সুখ নিমিত্ত। এখন আমার সমত এমন করহ। অশ্বমেধী আর তুলা এই দুয়ের মধ্যে তুলা প্রধান। অতএব দুই রাজা সমান সামগ্রীতে পরস্পর পুরস্কার বিধান করিয়া কাঞ্চন সন্ধি করুন। সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন ভাল এমন করহ। তারপর রত্ন অলঙ্কার ওপহার সামগ্রীতে দূরদর্শীর পূজা করিলেন। তিনিও চক্রবাককে লইয়া ময়ূর রাজার নিকটে গেলেন। রাজা চিত্রবর্ণ রাজা সর্ব্বজ্ঞ গৃধ্রমন্ত্রীর বচনে যথেষ্ট কর পূজা করিলেন। তেমন সম্মান স্বীকার করিয়া রাজহংসের নিকট আমিরা থাকিলেন। দূরদর্শী কহিতেছেন মহারাজ এখন স্বস্থান বৃন্ধ্যাচলে চলুন। তদনন্তর সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া ওল্লাষিৎ ফল পাইলেন। বিষ্ণু শর্ম্মা কহিতেছেন এখন কি কহিব আর সকলি

শুবন করিলেন। রাজপুত্রেরা কহিতেছেন আপনকার প্রসাদাৎ রাজ্য ব্যবহার জ্ঞাত হইলাম এখন সুখী হইয়াছি। অপর এমন হওক সকল রাজার সন্ধি ও বীজয়ী সদানন্দ হও নিরানন্দ হওক সুকৃতী যশ চিরকাল বৃদ্ধি নীতি চিরলক্ষ্মী বাগ্দেবী চিরকাল বক্ষে বাস করুন সুখ সানন্দে দুর্নয়ান হওক।———

ইতি হিতোপদেশে সন্ধি নাম চতুর্থ কথা সংগ্রহ সমাপ্ত।———